আস্তিকতা-নাস্তিকতা প্রসঙ্গে, সাহাদাতের উত্তরে
-বিপ্লব

বাংলায় প্রবন্ধ লিখে, ইংরাজীতে স্পিরিচুয়ালিজমের মানে দেওয়া হলে আমি কি ই বা বলব? হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দকোষ খুললেই বোঝা যেত, যে অর্থে আমরা আধ্যাত্মিকতা শব্দটা ব্যবহার করি, সেই অর্থে ইংরেজীতে স্পিরিচুয়ালিজম হয় না। মিসনোমার। অভিধানিক অর্থ নিয়ে বিতর্কে গেলাম না, কারণ সেটা উদ্দেশ্য নয়।

বৌদ্ধরা নাস্তিক, কিন্তু ধার্মিক। জৈনরাও তাই। অর্থাৎ নাস্তিক, আস্তিক, ধার্মিক, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি শব্দগুলি আলাদা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানে হয়। সেই নিয়ে বাঙ্গ্যাত্মক নাটক লিখতেও কেও আপত্তি করছে না। শুধু সম্যক ধারণা নিয়ে লিখলে,সমাজ থেকে মৌলবাদ সরাতে আমাদের সুবিধা হত।

অধিকাংশ লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে মানসিক শান্তি পেতে। সমস্যা হচ্ছে এতে ধর্মীয় অস্তিত্ববাদ তৈরী হয় এবং এই নিরীহ লোকেরা,পাপের ভয়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস হারায়। ফলে আমাদের উপমহাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ ক্রমবর্ধমান।

এই সব নিরীহ ধার্মিকরা, যারা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের কাছে পৌঁছনো আমাদের মূল কাজ। এটা করতে গেলে, তারা কেন ধর্ম মানছে, সেটা বুঝতে হবে। বোঝাতে হবে যে মানসিক শান্তি বা আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে তারা ধার্মিক, সেটা বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে করা সম্ভব। সেটাই বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা।

তাদের ব্যাঙ্গ করলে, দূরত্ব বারবে।

শাহাদাতবাবু এইটুকু বুঝলেই আমি খুশি হব। আমি সাহিত্যমূর্খ বলেই বরাবর নিজেকে জানি। সেই রকমটাই বরাবর দাবি করেছি। সাহিত্য বা লেখক হওয়া কোনটাই আমার উদ্দেশ্য নয়, মৌলবাদের নির্মূলকরনই আমার লক্ষ্য।